তারিখ ... 28 FEB 2017
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৬ ......

সরেজমিন : পুরান ঢাকা

বিতর্কিত ড্যাপে সরকারি স্কুল বহুতল ভবন 'জলাধার'!

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর পুরান ঢাকার টিকাটুলির কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রায় শতবর্ষ ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। ওই স্কুলের শিক্ষার্থীরা দেশ ও সমাজের নানাবিধ উন্নয়নে অবদান রাখছেন। শুধু ঢাকা শহর নয়, দেশের যে কোনো শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে বিদ্যালয়টির পরিচিতি রয়েছে। অথচ এ স্কুলটিকে বিদ্যমান বিতর্কিত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে (ড্যাপ) 'জলাধার' দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, টিকাটুলির একাধিক বহুতল

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিতর্কিত ড্যাপে সরকারি স্কুল বহুতল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভবনও জলাধার দেখানো হয়েছে। বাস্তবে সেসব ভবন ড্যাপ প্রণয়নের (২০১০ সাল) বহু আগ থেকে বহুতল আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজউক ভবন থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে অন্য এলাকায় রাজউক ড্যাপ প্রণয়নে কেমন কাজ করেছে তা সহজে অনুমান করা যায়। এসব চিত্র রাজউকের টেবিল মেকিং ড্যাপের জলন্ত উদাহরণ।

সোমবার রাজউকের নতুন ড্যাপ প্রণয়ন কার্যক্রমের মাঠপর্যায়ের জরিপ করা হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে। টিকাটুলি ও এর আশপাশের এলাকা নিয়ে ডিএসসিসির এ ওয়ার্ড। রাজউকের প্রতিনিধিরা এ সময় স্থানীয় কাউন্সিলর ও সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

ডিএসসিসির ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে বিতর্কিত ড্যাপ ও বিদ্যমান বাস্তবতা পর্যালোচনা করে রাজউক, কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান ও কাউন্সিলরসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। এ সময় বিদ্যমান বিতর্কিত ড্যাপের ত্রুটি-বিচ্যুতি বেরিয়ে আসে। স্থানীয় কাউন্সিলর ময়নুল হক মঞ্জু বলেন, বিদ্যমান ড্যাপের কাগজে-কলমে চিত্র একরকম। বাস্তব চিত্র অন্য রকম। একদিকে ড্যাপে ভয়াবহ ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। অন্যদিকে মানুষ ড্যাপের নিয়ম-কানুন মানছেন না। এসব ক্ষেত্রে রাজউকের ভূমিকা নির্বিকার।

নতুন ড্যাপ সম্পর্কে ডিএসসিসির এ কাউন্সিলর বলেন, নতুন ড্যাপে কেএম দাস লেনের সাড়ে তিন বিঘা খাসজমি হাসপাতাল, পানির পাম্পসহ জনসেবা কার্যক্রমে ব্যবহৃত দেখানো যেতে পারে। এ ছাড়া ৬-৮ ফুটের সরু অলিগলিগুলো বাস্তবতার নিরিখে ১৫-২৫ ফুট প্রশস্ত করলে ভালো হবে। এর বাইরে বিদ্যমান বিতর্কিত ড্যাপের অবাস্তব ৪০ ফুট সড়কের নকশা সংশোধন করে ২৫ ফুট করার পরামর্শ দেন।

নতুন ড্যাপে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, আবর্জনা পরিষ্কারসংক্রান্ত সার্বিক সমস্যার সমাধানে সুষ্ঠু পরিকল্পনা কীভাবে করা যায় রাজউকের পরিকল্পনাবিদরা সেসব বিষয়ে স্থানীয়দের মতামত জানেন। ওই ওয়ার্ডে বিদ্যমান ব্যক্তিগত ও সরকারি চারটি পুকুরকে জলাধার দেখানোর পরামর্শ পেয়েছে রাজউক। এলাকাবাসীর যুক্তি— বর্ষা মৌসুমে টিকাটুলি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটুপানি জমে যায়। এসব পুকুর ভরাট হয়ে গেলে জলাবদ্ধতার চিত্র আরও ভয়াবহ হবে। একই সঙ্গে তারা ওই এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নেরও পরামর্শ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে নতুন ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক আশরাফুল ইসলাম বলেন, নগরীর জন্য সুন্দর পরিকল্পনা নগরবাসীর সহযোগিতা ছাড়া প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। নগরবাসীর সহযোগিতা নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ হয়।

তিনি আরও বলেন, টেবিলে বসে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণে নতুন ড্যাপের পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজউকের পরিকল্পনাবিদরা মাঠপর্যায়ের বাস্তব অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছেন। আশা করি, এবারের ড্যাপ নিয়ে নগরবাসী বা বিশেষজ্ঞদের কোনো প্রশ্ন থাকবে না। রাজউক নিজেদের ইমেজ পুনরুদ্ধারসহ একটি বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এবারের ড্যাপ বাস্তবভিত্তিক যুগোপযোগী স্মার্ট পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ করছে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজউকের অঞ্চল-৫-এর পরিচালক মো. শাহ আলম চৌধুরী, উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ হাসিবুল কবীর, উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ মাহফুজা আক্তার এবং রাজউকের কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠান ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টের কয়েকজন সদস্য।